কালের কণ্ঠ

তারিখ 06 AUG 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনা চেয়ে উপাচার্যের চিঠি

সিলেট অফিস ▷

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সচল রাখার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর যথার্থ নির্দেশনা চেয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূইয়া। গত মঙ্গলবার আন্দোলনকারী শিক্ষকদের কর্মসূচি শেষে. বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠিতে তিনি এ নির্দেশনা চান। চিঠিতে তিনি আন্দোলনকারী শিক্ষকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি এবং উপাচার্যের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূইয়া ওই চিঠিতে শিক্ষামন্ত্রীকে লেখেন, 'গত ২৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে আমার সাক্ষাৎ এবং আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী আন্দোলনকারী শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আন্দোলনকারীদের আহ্বায়ক এবং যুগ্ম আহ্বায়কদ্বয়ের সাথে আমি মোবাইলে কথা বলেছি এবং আহ্বায়কের বাসায়ও গিয়েছি। গত ৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে আন্দোলনকারী পদত্যাগী শিক্ষকগণকে প্রশাসনিক কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ করে আলাদাভাবে পত্রও দিয়েছি।

৪ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বেলা ১১টায় আন্দোলনকারী শিক্ষকরা (৩৮/৩৯ জন শিক্ষক) প্রফেসর ড. সৈয়দ শামসুল আলম, প্রফেসর ড. ইউনুছ, প্রফেসর ড. ইয়াসমিন হক ও মো. ফারুক উদ্দিনের নেতৃত্বে আমার (ভাইস চ্যান্সেলরের) চেম্বারে সরাসরি প্রবেশ করেন এবং একটি স্মারকলিপি দিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা বসে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেন। আমার কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কক্ষ থেকে বের করে দিয়ে আমার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন।

তাঁরা বলেন যে তাঁদের সাথে আপনার সভায় আমার (ভাইস চ্যান্সেলরের) ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে এবং এটা আমার পদত্যাগের বিষয়ে আপনার নির্দেশনার শামিল। তাঁদের প্রদত্ত স্মারকলিপিতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টির হুমকি রয়েছে। স্মারকলিপিটি আপনার সদয় অবগতির জন্য সংযুক্ত করে পেশ করলাম। তাঁরা ইতোপূর্বে সকল দপ্তরপ্রধানদের পত্র দিয়ে আমার ক্ষমতা খর্ব করার বিষয়টি জানিয়েছেন, যা আপনার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আপনার নজরে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল রাখার স্বার্থে যথার্থ নির্দেশনা প্রদানে আপনার মর্জি কামনা করছি।